প্রথম আলো

তারিখ 02 JAN 200
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

থমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যের ই উদ্বোধনের আগেই বাজারে

ধ্যমিকের বই নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি

জ্জামান পিন্টু

য় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যের বই রাজধানীর বাংলাবাজার, ক্ষতসহ বিভিন্ন এলাকায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌছানোর ই তা পৌছে গেছে খোলাবাজারে। কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও এনজিও পরিচালিত লয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অনেকেই সরকারি বই জোগাড় করছেন।

আগামীকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নতুন বছরের পাঠ্যবই উদ্বোধন করবেন। মধ্যে বিনামূল্যের প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরের বই প্রকাশ হলেও মাধ্যমিকের বই সময়মতো শে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সূত্রমতে, বিনামূল্যের বই তিনভাবে খোলাবাজারে গেছে। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি কিছু অসাধু প্রকাশক এবং জেলা ও থানা শিক্ষা অফিস থেকে এ বই খোলাবাজারে দোকানিদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭

বনামূল্যের বহ উদ্বোধনের আগেহ বাজারে

ম পৃষ্ঠার পর

গতকাল রোববার সরেজমিন বাংলাবাজার াকায় গিয়ে দেখা যায়, অন্যান্য বইয়ের তা বিনামূল্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইও জলভ্য। তবে দাম নেওয়া হচ্ছে কেকজনের কাছ থেকে একেক রকম। টপাতে বসা কয়েকজন বিক্রেতা জানান, সব বই তাদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। ঠ্যপুস্তক বোর্ড বা প্রকাশকদের কাছ থেকে এ এলেও কেনাবেচায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে য়িত্ব পালন করে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি।

শফিক নামে এক বিক্রেতা জানান, যে মে তারা এ বই কেনেন, বিক্রি করেন তার ন থেকে চার গুণ বেশি দামে। এক প্রশ্নের বাবে তিনি বলেন, প্রতি সেট প্রথম শ্রেণীর বই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর বই ৪৫ টাকা, তৃতীয় ণীর বই ৫৫ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীর বই ৭৫ কা এবং পঞ্চম শ্রেণীর বই ৯০ থেকে ১০০ কায় কেনেন।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. জী মোঃ আহসানুল কবীর এ প্রসঙ্গে বলেন, াটি কোটি ছেলেমেয়ের বই দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ছু অসঙ্গতি থাকতে পারে। তবে তা রোধের ষ্টা চলছে। এই মুহূর্তে এনসিটিবি দেশের ক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌছে দিতে ধিক মনোযোগী।

সূত্রমতে, কিছু অসাধু প্রকাশক তিযোগিতামূলক কম দরে কাজ নিয়ে ন্নভাবে তা পুষিয়ে নিচ্ছে। নাম প্রকাশে নিচ্ছুক একজন প্রকাশক বলেন, প্রথম দিকে টাকা ৫০ পয়সার কাজ শেষ দিকে ২২ টাকা পয়সা দরে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষতি াষাতে নিম্নমানের কাগজ এবং খোলাবাজারে া দামে বই বিক্রির কোনো বিকল্প নেই।

এদিকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এখনো ধ্যমিক স্তরের বই অর্ধেক ছাপা হয়নি। তা ড়া বাঁধাইকারকদের আন্দোলনের কারণে ন জটিলতা দেখা দিয়েছে। গত শনিবার ংলাবাজারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক

এদিকে বাঁধাইকারকরা বিভিন্ন প্রেসে গিয়ে জুস বাঁধাই না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড রাজধানীর বিভিন্ন থানায় কিছু বাঁধাই শ্রমিক ও ব্যবসায়ীর অব্যাহত হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে সাতটি সাধারণ ডায়েরি করেছে। কেউ বই বাঁধাইকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দেন।

প্রকাশকরা বলেছেন, চুক্তি অনুযায়ী তারা স্টিচ বাঁধাই দেবেন। জুস বাঁধাই সময়সাপেক্ষ এবং খরচও বেশি। চুক্তির বাইরে বাঁধাইয়ের এ প্রক্রিয়ায় গেলে তিন মাসেও কাজ শেষ হবে না।

বাঁধাই শ্রমিক নেতা মোঃ স্বাধীন খান তালুকদার সাংবাদিকদের জানান, প্রকাশকরা পেশাদার বাঁধাই শ্রমিকদের বাদ দিয়ে অন্য শ্রমিকদের দিয়ে সহজে স্টিচ বাঁধাইয়ের মাধ্যমে বই বাঁধাই করাচ্ছে। তিনি বলেন, পেশাদার শ্রমিক দিয়ে জুস বাঁধাই দিলে খরচ ও সময় কোনোটিই বেশি লাগবে না।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বাংলাবাজার এলাকায় বই মুদ্রণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গেলে বাঁধাইকারীরা প্রতিমন্ত্রীর কাছে ১০ ফর্মার বেশি বইয়ে জুস বাঁধাই দেওয়ার নিয়ম চালুর দাবি জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বছরের শুরুতে এসে এ দাবি মানা সম্ভব নয়। আগামী বছর এটি বিবেচনা করা হবে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবীর বলেন, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এখন জুস বাঁধাইয়ের সুযোগ নেই।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত এনসিটিবিকে দেওয়া এক চিঠিতে বলেছেন, বই প্রকাশে বিলম্ব সৃষ্টির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল করতে কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধনে কিছু বাঁধাইকারক মাঠে নেমেছেন।

জানা যায়, এ বছর মাধ্যমিক স্তরে ১ কোটি ৪৮ লাখ বই ছাপা হচ্ছে। এদিকে প্রাথমিক ও